আওলিয়া- কারামত- ওসীলা

❖ আওলিয়া- Aulia (اولياء)

১। আল্লাহ ছাড়া অন্য আওলিয়ার অনুসরণ করিও না।

اَتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তোমরা তাহার অনুসরণ কর এবং তাঁহাকে ছাড়া অন্যান্য অভিভাবকের অনুসরণ করিও না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। সূরা আল আ'রাফ ৭ঃ ৩

২। নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের (ওলীদের) কোন ভয় নাই।

أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اَللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

اَلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

জানিয়া রাখ! আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না,
যাহারা ঈমান আনে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে, সূরা ইউনুস ১০ঃ ৬২, ৬৩

৩। আল্লাহর অভিভাবকের (ওলী) প্রয়োজন নাই।

وَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلهِ اَلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَم يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِى اَلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مَّنَ اَلذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً ﴿١١١﴾

বল, 'প্রশংসা আলাহ্রই যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নাই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্তহন না যে কারণে তাঁহার অভিভাবকের প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।' সূরা আল ইসরা ১৭ঃ ১১১

৪। তাহারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদের অভিভাবকরূপে (আওলিয়ারূপে) গ্রহণ করিবে?

أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِى مِن دُونِيٓ أَوْلِيَآءَ إِنَّآ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً ﴿١٠٢﴾

যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা কি মনে করে যে, তাহারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিবে ? নিশ্চয়ই আমি কাফিরদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি জাহান্নাম। সূরা আল কাহফ ১৮ঃ ১০২

৫। ইহারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে আনিয়া দিবে।

أَلاَ لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِى مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾

জানিয়া রাখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আলাহ্‌রই প্রাপ্য। যাহারা আলাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাহারা বলে, 'আমরা তো ইহাদের পূজা এইজন্যই করি যে, ইহারা আমাদেরকে আলাহ্‌র সান্নিধ্যে আনিয়া দিবে।' উহারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করিতেছে আলাহ্‌ তাহার ফয়সালা করিয়া দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আলাহ্‌ তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। সূরা আয যুমার ৩৯ঃ ৩

সুতরাং প্রত্যেক প্রকৃত মুমিনই আল্লাহর বন্ধু হতে পারবে, কারও মাধ্যমের প্রয়োজন নেই।

❖ কারামাত- Karamat (كرامات)

১। আমরা বনী আদমকে মর্যাদা দিয়েছি।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴿٧٠﴾

আমি তো আদমসন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি; স্থলে ও সমুদ্রে উহাদের চলাচলের বাহন দিয়াছি; উহাদেরকে উত্তম রিযিক দান করিয়াছি এবং আমি যাহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের অনেকের উপর উহাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি। সূরা আল ইসরা ১৭ঃ ৭০

২। **অধিক মুত্তাকী আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাবান।**

يٰأَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اَللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اَللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

হে মানুষ ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিনড়ব জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হইতে পার । তোমাদের মধ্যে আলাহ্র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পনড়ব, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন । সূরা আল হুজরাত ৪৯ঃ ১৩

আল্লাহ তা'আলা একটা বিশেষ সময় একটা বিশেষ দিনে আল্লাহর ওলী হযরত ওমার রা: কে কারামত দান করেছিলেন। তিন হাজার মাইল দূর থেকে তিনি সেনাপতিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর সময় তার পেছনের ঘাতককে দেখতে পারেন নাই। ঐ সময় তাকে কারামত দেয়া হয় নাই।

সুতরাং কারামত কোন অলৌকিক ক্ষমতা নয় যেটা আল্লাহ কাউকে চিরস্থায়ীভাবে দান করেন সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর।

❖ **ওসীলা- Wasila (وسيله)**

১। **আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় (ওসীলা) অন্বেষণ কর।**

يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُواْ اَتَّقُواْ اَللهَ وَاَبْتَغُوٓاْ إِلَيهِ اَلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِى سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁহার পথে সংগ্রাম কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার । সূরা আল মায়িদা ৫ঃ ৩৫

২। **তাহারাই (যাদেরকে তোমরা ডাক) তো তাহাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় (ওসীলা) অন্বেষণ করে যে, তাহাদের মধ্যে কে কত নিকটতর হইতে পারে।**

قُلِ اَدْعُواْ اَلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ اَلضُّرِّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً ﴿٥٦﴾

বল, 'তোমরা আলাহ্ ব্যতীত যাহাদেরকে ইলাহ্ মনে কর তাহাদেরকে আহ্বান কর, করিলে দেখিবে তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করিবার অথবা পরিবর্তন করিবার শক্তি উহাদের নাই ।' সূরা আল ইসরা ১৭ঃ ৫৬

তাবারী তাফসীরে (আয়াত ৫:৩৫) বলা হয়েছে القربة فى الاعمال আমলের মাধ্যমে আল্লার নৈকট্য অর্জন।

কাশ্ শাফ তাফসীরে (৫:৩৫) বলা হয়েছে আনুগত্য ও অন্যায় কাজ পরিহারের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন।

সুতরাং কোন মানুষকে ওসীলা (উপায়) গ্রহণের প্রয়োজন নেই।